যায়যায়দিন
তারিখ ... 14 MAR 2008
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ২

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

আপন আলোয় সমুজ্জ্বল

আহেদুল আলম রুবেল সিলেট থেকে ফিরে

দু'চোখ যেদিকে যায় ছোট-বড় টিলা, সবুজের চাদর আর পাখির কিচিরমিচির সুর। অপরূপ সৌন্দর্যের হাতছানি দেয়া জায়গাটির নাম টিলাগড়। সিলেট শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরের পথ। ৫০ একর জমির ওপর নজরকাড়া ক্যাম্পাস, বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার মিছিলে নতুন সহযাত্রী সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক কৃষি চর্চার তীর্থস্থানটির জন্ম ২০০৬ সালের ২ নভেম্বর। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চতুর্থ কৃষি ক্যাম্পাস হিসেবে এগিয়ে চলছে সাবলীল গতিতে। বর্তমানে যার দক্ষ নেতৃত্বে ক্যাম্পাসটি পরিচালিত হচ্ছে তিনি হলেন প্রফেসর ড. মোঃ ইকবাল হোসেন।

যেভাবে শুরু : ভেটেরিনারি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে ১৯৯৫ সালে সিলেট ও চট্টগ্রামে দুটি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন সরকার। শুরুর দিকে সিলেট ভেটেরিনারি কলেজ একটি প্রজেক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরে এটি রাজস্বভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানটি দেশ-বিদেশে নাম কুড়াতে খুব একটা সময় নেয়নি। পরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণে নেয়া হয় নতুন পদক্ষেপ। শুরুতে সিলেট ভেটেরিনারি কলেজকে একটি ফ্যাকাল্টি করে ২০০৬ সালের ২ নভেম্বর এটিকে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয়া হয়। এর পর ক্যাম্পাসের পরিধি বাড়াতে সিলেটের আম্বরখানা-তেমুখী বাইপাস সড়কের পাশে খাদিমনগরে আরো ১৫ একর জমি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এগিয়ে চলছে সিকৃবি : সিলেট এলাকার অনাবাদি জমিগুলো চাষের আওতায় আনার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। হাওর-বাওড়ের দেশ সিলেট। তাই এ এলাকায় মৎস্য সেক্টরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭-০৮ শিক্ষা বর্ষ থেকে চালু হয়েছে ফিশারিজ ফ্যাকাল্টি। সনাতন মৎস্যজীবীদের সঙ্গে আধুনিক মৎস্য প্রযুক্তি সংমিশ্রণের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের প্রত্যাশা নিয়ে এ ফ্যাকাল্টির যাত্রা শুরু। একই সঙ্গে এ শিক্ষা বর্ষ থেকেই চালু হয়েছে এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টির কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হবে এ মাসের ২৯ মার্চ থেকে।

সম্ভাবনার দরজা খোলা : সিলেট মানেই মনোমুগ্ধকর সবুজ গালিচা, ক্যাম্পাসটির পাশেই রয়েছে সদ্য ঘোষিত ইকোপার্ক। সিলেটে রয়েছে বায়োপ্লান্টের প্রচুর সম্ভাবনা। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার কথা মাথায় রেখে অচিরেই এ ক্যাম্পাসে খোলা হবে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি ডিপার্টমেন্ট।

ক্যাম্পাসের ভেতরে : সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই আছে ডেয়ারি ফার্ম, পোলট্রি ফার্ম, ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক ক্লাসের সুবিধার জন্য রয়েছে এআই সেন্টার (Artificial Incemination Center)। ছাত্রছাত্রীদের টানা ক্লাস শেষে একঘেয়েমি কাটাতে আছে ছোট-বড় টিলা। ক্যাম্পাসের পাশেই আছে ইকোপার্ক, পাহাড়ি ঝরনার আবহ।

১০ বিষয়ে এমএস কোর্স : ভেটেরিনারি, এগ্রিকালচার ও ফিশারিজ ফ্যাকাল্টির অধীনে অনার্স কোর্সের পাশাপাশি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে ১০ বিষয়ে এমএস কোর্স। বিভাগগুলো হলো- এনাটমি, ফিজিওলজি, মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথলজি, মেডিসিন, অ্যানিমাল সায়েন্স, অ্যানিমাল নিউট্রিশন, পোলট্রি সায়েন্স, ফার্মাকোলজি, অ্যানিমাল ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিক্স।

ভাইস চান্সেলরের কথা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ ইকবাল হোসেন শুরুতেই বললেন, আমার স্বপ্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দক্ষ কৃষিবিদ তৈরি করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে আন্তর্জাতিক মানের ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলা হবে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে। ইতিমধ্যে তিনটি ফ্যাকাল্টির অধীনে ৩৬ ডিপার্টমেন্ট চালু আছে। আগামীতে এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনলজি বিষয়ে ফ্যাকাল্টি খোলা হবে। ভিসি বলেন, মাছ চাষে উৎসাহ ও দেশি প্রজাতির মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাচাতে সুনামগঞ্জে সিকৃবির অধীনে একটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র চালু করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সিলেটের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করবে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ভিসি ড. ইকবাল বলেন, অল্প পড়াশোনা করে বিদেশ পাড়ি দেয়া সিলেটবাসীর পুরনো রীতি। আমরা চেষ্টা করবো এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষ কৃষিবিদ তৈরি করে তাদের বিদেশ পাড়িতে সহায়তা করা। আশার কথা হলো, গত দুই শিক্ষা বর্ষে সিলেট অঞ্চলের ৩০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তিনি বলেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে যুগোপযোগী করতে কমপিউটার ল্যাব স্থাপন ও লাইব্রেরিকে আধুনিকীকরণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।